প্রথম আলো বাংলাদেশ

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক | আপডেট: ০২:৪৯, জুন ০৭, ২০১৫ |

চুয়াত্তরের সীমান্ত চুক্তির সুরাহার পর বাংলাদেশ সফরকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত মনে করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, ভারতের সংসদে সর্বসম্মতভাবে সীমান্ত চুক্তির অনুমোদন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর দেশের ঐকমত্যের প্রতিফলন। সীমান্ত সমস্যার সমাধানের ফলে দুই দেশের সীমান্ত আরও নিরাপদ হবে। সেখানকার জনগণের জীবনকে অনেক স্থিতিশীল করে তুলবে।

সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল হস্তান্তর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দেওয়া বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদি এ মন্তব্য করেন।

তাঁর আগে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা যৌথভাবে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে নতুন সম্ভাবনার যুগে ও অধিকতর উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে আমরা স্থলসীমান্ত চুক্তি ১৯৭৪-এর অনুসমর্থনের পত্র বিনিময় করেছি। এর মাধ্যমে ৬৮ বছরের মানবিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়ায় আমরা আনন্দিত।’

শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমি একমত যে কানেকটিভিটি (যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা) শুধু দুই দেশের জন্য নয়, এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুই পক্ষই পরস্পরের উদ্বেগ ও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সবগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে

খোলামেলা আলোচনা হয়েছে।'

গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রীদের শীর্ষ বৈঠকের আগে কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা ও ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি বাস সার্ভিস চালু হয়। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রী একান্তে বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হক ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব এস জয়শঙ্কর সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল ও সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মপ্রক্রিয়ার সম্মতপত্র বিনিময় করেন। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রী উপহারসামগ্রী ও ঐতিহাসিক স্মারক বিনিময় করেন। আর শীর্ষ বৈঠকের পর দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সীমান্ত চুক্তির দুই দলিলসহ ২২টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও সম্মতপত্র সই হয়। দুই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষ হয়।

গতকাল সকালে দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সকাল ১০টার পর শাহজালাল বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিমানবন্দরে লালগালিচা সংবর্ধনার পর নরেন্দ্র মোদি সরাসরি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সেখান থেকে যান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। দুপুরে তিনি সোনারগাঁও হোটেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান।

স্থলসীমান্ত চুক্তির সমাধান যে দুই নিকট প্রতিবেশীর সহযোগিতার জন্য এক সন্ধিক্ষণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত চুক্তিটির বাস্তবায়ন নিয়ে শেষ মুহূর্তে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ফলে নরেন্দ্র মোদির এ সফরটি প্রত্যাশিত ছিল।

২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস সরকার চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক থাকলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। যেই বিজেপি আজ সর্বসম্মতভাবে চুক্তিটি বাস্তবায়নের কৃতিত্ব নিচ্ছে, ওই সময় দলটিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল চুক্তিটির পথের সবচেয়ে বড় বাধা। এমনকি বিজেপি নিজে ও অন্য বিরোধী দলকে নিয়ে লোকসভায় কংগ্রেসকে বিলটি ওঠাতেই দেয়নি। বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশ চুয়াত্তরে চুক্তিটি সই করে অনুসমর্থন করলেও গত চার দশকে ভারত সরকারের কারণে সীমান্ত চুক্তি ঝুলে ছিল।

গত বছর নির্বাচনের পর ভারতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলে সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে নতুন করে শঙ্কা দেখা দেয়। কারণ, কংগ্রেসের বিদায়ে বিজেপির ক্ষমতায় আসাটা দুই দেশের সাম্প্রতিক উষ্ণতায় ভাটা পড়বে কি না, তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছুটা সংশয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। তা ছাড়া বিজেপির ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির উচ্ছ্বাসও আওয়ামী লীগের জন্য অস্বস্তি তৈরি করেছিল। এ ছাড়া বাংলাদেশের

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনে সমর্থন ছিল কংগ্রেসের। সেখানে ভারতের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন আওয়ামী লীগকে কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলেছিল। গত বছরের জুনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগের সব সংশয় আর অস্বস্তি দূর করে দেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ও নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দুই দফা বৈঠকের পর সীমান্ত চুক্তি সুরাহার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদি বেশ জোরালো আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও শেষ মুহূর্তে আসামকে বাদ দিয়ে সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিজেপির ভারতের সংবিধান সংশোধনের চেষ্টার ফলে নতুন করে এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ সময় বলা হয়, আসামকে বাদ দিলে সীমান্ত চুক্তির বিলে বিরোধিতা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বিজেপি পিছু হটে। গত মে মাসে সর্বসম্মতভাবেই ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় বিলটি পাস হয়। দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের নিরাপত্তা সহযোগিতা বিশেষ একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় না দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের জোরালো অবস্থান এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভারতও এ নিয়ে সব সময় বাংলাদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আসছে। সীমান্ত চুক্তির মতো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে এটি একটি বড় ভূমিকা রেখেছে বলে কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।